R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG, 112 Regd. No. – WB/MSD– 4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অফসেটে ছাপা সার্কুলার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪ পরগণা

৭১শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯১ সাল
৬ই জুন ১৯৮৪ সাল
নগদ মুল্য : ২৫ পঃস
বার্ষিক ১২টাঃ, সডাক ১৫টাঃ

কাজের শ্লথগতি ও অর্থাভাবে জঙ্গিপুরে রবীন্দ্রভবন আজও অসম্পূর্ণ

মিহির মণ্ডল : কাজের শ্লথগতি এবং অর্থাভাবের দরুণ 'জঙ্গিপুর মহকুমা রবীন্দ্র ভবন' সংস্কার ও দ্বিতলীকরণ করে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনাটি আপাততঃ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে রবীন্দ্রভবনটিই একমাত্র পাবলিক হল হিসেবে চিহ্নিত। সেটির অসম্পূর্ণ দশায় তাই বিভিন্ন ক্লাব বা প্রতিষ্ঠানকে সাধারণ অনুষ্ঠানাদি করার ব্যাপারে বেশ বিড়ম্বনা পোহাতে হচ্ছে। অনেকেরই অভিযোগ, ভবনটি নির্মাণের তত্বাবধায়ক কমিটির ঔদাসীন্য এবং তৎপরতার অভাবের ফলেই রবীন্দ্রভবনটি সম্পূর্ণ করার কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। সি, পি, এমের সাংস্কৃতিক শাখা গণনাট্য সংঘও রবীন্দ্র ভবন নির্মানে ঢিলেমিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্র ভবনটির, সংস্কার ও দ্বিতলী করণ-করার জন্য ৭৯ সালে সংশ্লিষ্ট কমিটি সিদ্ধান্ত নেন। সেইমত জঙ্গিপুরের এস ডি, ওকে সভাপতি করে একটি ভবন নির্মাণ কমিটিও গঠিত হয়। কমিটির তত্বধানে কাজ শুরু হয় দু'বছর পর '৮১ সালে। সরকারী পর্যায়ে এই সংস্কারের ৭৯ থেকে ৮১ সাল পর্যন্ত তিনদফে ১,৯০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। প্রায় সব টাকাই শেষ। কিন্তু কাজটি সম্পূর্ণ হতে এখনও অনেকটাই বাকী। এর জন্য প্রয়োজন আরো প্রায় ২ লক্ষ টাকা। কমিটির সম্পাদক রাজেন লালা জানান, টাকার জন্য প্ল্যান এস্টিমেট সহ রাজ্য সরকারকে প্রশাসনের মাধ্যমে লেখা হয়েছে। কিন্তু এস, ডি, ও পি এস কাথিরেশন আমাদের বলেন পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়রকে বলা হয়েছে এ ব্যাপারে একটা প্ল্যান এষ্টিমেট করতে। ওই এষ্টিমেট পাওয়া গেলে টাকার জন্য ডি, এম, ও রাইটার্সে অনুরোধ জানানো হবে। এই পরস্পর বিরোধী মন্তব্য রবীন্দ্রভবনটির ভাগ্য সম্পর্কে আরো অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে।

জের ৪র্থ পৃষ্ঠায়

প্রশাসন নপুংসক, শ্রমিকেরা বেপরোয়া, অতীষ্ঠ বাস মালিকেরা তাই ধর্মঘটের পথে

বিশেষ সংবাদদাতা : শ্রমিকেরা আজ বে-পরোয়া। বে-আইনী ও জবরদস্তিভাবে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ভঙ্গ করছেন। বাসের ক্যাশ ব্যাপকভাবে চুরি হচ্ছে। রাজনৈতিক অবস্থার দোহাই পেড়ে জেলা প্রশাসন কার্যতঃ নপুংসকের ভুমিকা নিয়েছেন। বাস ব্যবসা তাই এক সংকটের মুখে পড়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ২৪ জুন থেকে জেলার সমস্ত রুটে বাস বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফেডারেশন অব বাস ওনারস এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই হুঁসিয়ারী দেওয়া হয়েছে। ওই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় রবিবার জেলা এ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক দেবীব্রতন চক্রবর্তীর বাসগৃহে তাঁরই আহ্বানে। বৈঠকের মুখ্য বক্তা ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সম্পাদক দুলাল ঘটক। শ্রীঘটক জানান, জেলার বাস শ্রমিক ইউনিয়নগুলি আইন মেনে চলছেন না। ৬, ১৮ এবং ২০ এপ্রিলের ত্রিপাক্ষিক চুক্তিগুলি অমান্য করে খেয়ালখুশী চালাচ্ছেন। ৯ মে থেকে ডব্লু জি এইচ ৮৬৮৩ নম্বর বাসখানি শ্রমিকরা জোর করে বন্ধ করে রেখেছেন। ঐ বাসের মালিক পরীক্ষামুলকভাবে যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করতে চাওয়ায় শ্রমিকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে এ ব্যবস্থা নিয়েছেন। ইউনিয়নগুলির এক নেতা ৩০ মে প্রকাশ্যে ডি এমের সভায় হম্বিতম্বি দেখিয়ে বলে এসেছেন 'কোনো বাসে ৮শো টাকা ক্যাশ হলে ২শো টাকা চুরি হবেই'। (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেল পুলিশের চোখের সামনে কয়লার ওয়াগন লুঠ

সাগরদীঘি, ২ জুন গতকাল সকালে সাগরদীঘি ষ্টেশনের দু'নম্বর প্লাটফরমে রেল পুলিশের চোখের সামনে কয়লা বোঝাই একটি মালগাড়ী থেকে প্রায় চার লরি কয়লা লুঠ হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে এই লুঠ-তরাজ চলে। সকাল ৯-৩৫ মিনিটে ডিজেল ইঞ্জিন চালিত

(জের চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

দোকানে গম পচছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : দুঃস্থ পুরবাসীদের মধ্যে বিতরণের জন্য আসা বহু পরিমাণ গম রেশন দোকানগুলিতে পচছে। পুর কর্তৃপক্ষের ঔদাসিন্যের জন্যই গমগুলি ঐ সব দোকানে পড়ে রয়েছে। রেশন ডিলারেরা পুরসভার চেয়ারম্যানকে বার বার জানিয়েছেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। জানা গেছে, দু একজন কমিশনার ছাড়া কেউই এ পর্যন্ত নামের তালিকা জমা না দেওয়ায় এমনটি ঘটেছে।

ইসলামপুরে অশান্তি পুলিশের গুলি, হত ৩

বিশেষ সংবাদদাতা : রাণীনগর থানার ইসলামপুরে ১ জুন পুলিশের গুলিতে ৩ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। সরকারী জমির উপর আদালতের

(জের চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯১ সাল।

॥ একান্ত কাম্য ॥

সংবাদে প্রকাশ, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ইংরাজী ও বাংলা বিষয়ের দ্বিতীয় পত্রের পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে রাজ্য উচ্চ শিক্ষাপর্ষদ্ এবং প্রকাশকদিগের মধ্যে এক মতদ্বৈধতা উপস্থিত হইয়াছে ফলতঃ জুলাই মাসে উচ্চ মাধ্যমিকের ৩য় শিক্ষাবর্ষ শুরু হইবে, তাহাতে ছাত্রছাত্রীরা পুস্তক বাজারে পাইবে কি না সে বিষয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

আগামী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবর্ষ হইতে ইংরাজী ও বাংলার পাঠক্রমে নাকি অনেক অদল বদল করা হইয়াছে। সিলেবাসের এ ব্যাপক পরিবর্ত্তনের সরকারী সারকুলার নাকি গত এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু মতদ্বৈধতার একটা স্থির মীমাংসা না হওয়ায় জুলাই মাসের মধ্যে বাজারে বই পাওয়া যাইবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।

প্রকাশকদিগের তরফ হইতে বলা হইতেছে যে, যেহেতু সিলেবাসের ব্যাপক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সরকারী নির্দ্দেশ অত্যন্ত দেরীতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেইজন্য এই বৎসর পুরাতন ব্যবস্থা চালু থাক; নূতন সিলেবাস আগামী বৎসর হইতে যদি চালু করা যায়, তবে পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হইবে। কিন্তু পর্ষদ্ বিষয়টি অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছেন সেখানে বলা হইতেছে যে, ইংরাজী ও বাংলা দ্বিতীয় পত্রের সিলেবাসে ব্যাপক পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। প্রকাশকেরা নিজেদের সুবিধামত নোট বই প্রকাশ করিতে পারিবেন না বলিয়াই এই ওজর আপত্তি।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রকাশককুল এবং শিক্ষাসংসদের মধ্যে একটা দড়ি টানাটানির লড়াই চলিয়াছে। এই সমস্যার আশু সমাধান না হইলে ছাত্রছাত্রীরা যে অথৈ জলে পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বা কেন হইবে? প্রকাশকদিগকে লইয়া সংসদ কর্ত্তৃপক্ষ সরাসরি আলোচনায় বসিয়া একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থায় আসুন। সিলেবাসের আমূল পরিবর্ত্তন করিলে বই ছাপান প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যুতের সরবরাহে যে দীর্ঘস্থায়ী ঘাতটি এই রাজ্যে চলিয়াছে, তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে বই ছাপাইয়া বাজারে বাহির করা যাইবে না, একটি নাবালকও ইহা জানে। সুতরাং অহেতুক জিদের লড়াই চাপাইয়া পঠন পাঠনের দ্বাদশ ঘটিকা বাজাইবার কোন অর্থ হয় না। আমরা আশা করি, একটি সুষ্ঠু মীমাংসা উভয় পক্ষের প্রচেষ্টা আনিয়া দিবে।

'আসা যাওয়ার মাঝখানে"

শ্রীবরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বরাবরই আমার জানার খুব কৌতূহল ছিল যে শ্রীঅরবিন্দের মত মানুষ এবং তারপর আরও অনেক প্রখ্যাত বিপ্লবী তাঁদের আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রেখে অরবিন্দ আশ্রমে গিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হলেন কেন? ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রতিজ্ঞা বা লক্ষ থেকে তাঁরা সরে গেলেন কেন? এই মানুষগুলি যদি সাধারণ মাপের মানুস হতেন তাহ'লে সোজা হিসাব অনুযায়ী আমরা চট্ করে বলে দিতাম—এঁরা ব্রতচ্যুত escapist. কিন্তু নিতান্ত সাধারণ মানুষ আমরা, আমাদের একথা বলার ধৃষ্টতা নাই। অরবিন্দের সাধনায় ভারতের অগণিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট অশিক্ষিত মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি আসবে কিভাবে ত' আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে বুঝে উঠতে পারিনি। অরবিন্দ দর্শনে তো দাঁত ফোটাতেই পারিনি।

এসব কথা নলিনীদাকে চিঠিতে মাঝে মাঝেই লিখতাম। আমার এইসব চিঠির প্রগল্‌ভতা তিনি অসীম স্নেহ ও কৌতূকের সঙ্গে উপভোগ করতেন। শেষ পর্য্যন্ত হয়তো উত্যক্ত হয়েই অরবিন্দ দর্শন বিশ্লেষণ করে আমাকে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন। আমার মত অর্বাচীনের কাছে তাঁর সরস লেখনীর সে এক অপূর্ব অমৃতবার্ত্তা। দীর্ঘ চিঠির শেষে তিনি লিখেছিলেন—"এসব কথা লিখে বোঝানোর চেয়ে, অনুভূতি দিয়ে হৃদয় দিয়ে বোঝা দরকার। একবার পণ্ডিচেরি এসে এখানে আশ্রমিকদের সঙ্গে থেকে এই পরিবেশে তাঁদের বোঝার চেষ্টা কর। একবার এখানে এসো।"

প্রথম যেবার পণ্ডিচেরি যাই সেবার নলিনীদার বাসাতেই গিয়ে উঠেছিলাম। মাত্র দু'দিন ছিলাম। দু'দিনে প্রায় কিছুই দেখে উঠতে পারিনি। আসার আগে নলিনীদা জিজ্ঞাসা করলেন—

(জের ৩য় পৃষ্ঠায়)

॥ চিঠি পত্র ॥

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

তথ্য অফিসারের বক্তব্য বিভ্রান্তিকর

আপনার পত্রিকায় মুরশিদাবাদের লোকশিল্পীদের সরকারী অনুদান দেবার খবরটি দেখে বিস্মিত হলাম। ওই অনুষ্ঠানে জঙ্গিপুরের কোনো লোকশিল্পীকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়নি। এ সম্পর্কে জেলা তথ্য আধিকারিক গোপীনাথ মণ্ডলের দেওয়া বিবৃতিটিও বিভ্রান্তিমূলক সাহায্যের আশায় জঙ্গিপুরের কেউ আবেদন করেন 'নি' এতথ্য গোপীনাথবাবু কোথায় পেলেন? আমি একজন লোকশিল্পী হিসেবে নিজে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ('৮৩) রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে নির্দ্দিষ্ট ফরমে আবেদন করি। আমার বাড়ী রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের তালাই—চোয়াডাঙ্গা গ্রামে আমাদের আবেদন পত্রের সঙ্গে জরুর অঞ্চলের প্রধান, রঘুনাথগঞ্জ—১ ব্লকের সভাপতি, জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ব্লকের বি, ডি, ও'র রেকমেণ্ডেশন সারটিফিকেট রয়েছে সাহায্য দেওয়ার স্বপক্ষে। ওই আবেদন পত্রটি বি, ডি, ও'র মাধ্যমে অফিস মেমো হয়ে জঙ্গিপুরের এস ডি ও'র কাছে যায়। সেখান থেকে এস ডি ও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে পাঠিয়ে দেন বিবেচনার জন্য। জেলা তথ্য অফিসার খোঁজ না নিয়েই এই বিবৃতি দিয়ে নিজেদের দোষ ঢাকার চেষ্টা করেছেন। কারণ আমরা সবাই জানি জেলা লোকশিল্প ও সংস্কৃতি আজ কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের কব্জায়। তাদের কথা মতই সব কিছু চলছে। তাই আমরা আজও বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। পেলাম না অনুদানও।

শ্রীচরণ মণ্ডল
তালাই-চোয়াডাঙ্গা

আসা যাওয়ার মাঝখানে

২য় পাতার জের

"কেমন দেখলে ?" আমি উত্তর দিলাম—"যদি অভয় দেন, তাহলে বলি।" নলিনীদা হাসিমুখে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। আমি বললাম—'এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের প্রায় সকলেই দেখছি লেখাপড়া জানা পয়সাওয়ালা লোক। মুক্তির সাধনা কি শুধু এদেরই জন্য ? ভারতের কোটি কোটি মানুষ যারা অনাহার অশিক্ষা রোগে ভোগে আবর্জনাস্তূপে গড়াগড়ি দিচ্ছে, অরবিন্দ আশ্রমে তারা কই ? তাদের জন্য আশার কোন্ আলোক-বর্ত্তিকা আপনারা তুলে ধরছেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। নলিনীদা হেসে বললেন—'তোমার মাথাটা রাজনীতিতে একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে। দু'দিন নয়, বেশ কয়েকদিন হাতে নিয়ে এবার এসে এখানে থাক। তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই পাবে।'

হাস্য রসিক সাহিত্য সব্যসাচী নলিনীদার ঋষিকল্প আর এক চেহেরা দেখেছি পণ্ডিচেরিতে। ভোর পাঁচটায় তখনও ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি। নলিনীদার সঙ্গে পণ্ডিচেরিতে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছি। মাথায় সাদা ফেনা নিয়ে সমুদ্রের কালো ঢেউ এসে পাড়ে আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ দূর সমুদ্রের মধ্য থেকে লাল সূর্য লাফিয়ে উঠল। কতক্ষণ চুপচাপ ছিলাম খেয়াল নাই। হঠাৎ নলিনীদার দিকে চোখ পড়ল। ধ্যানস্তব্ধ ঋষিমুর্ত্তি ! আমার সমস্ত কথা হারিয়ে গেল।

নলিনীদার স্নেহ আমাদের মত অপাত্রেও কত অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়েছে সেকথা ভাবলে অবাক হয়ে যাই। আমাদের দেশের বিপ্লবীদের ইতিহাস রচনার চেষ্টা যে হওয়া দরকার এ বিষয়ে নলিনীদার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। মৃত্যুকালে আমাদের জেলায় এবং সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বর্ষীয়ান অনুশীলন দলের কর্মী। আমি মুর্শিদাবাদ জেলার গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস লেখার চেষ্টা করছি জানতে পেরে তিনি নানাভাবে বহু সংবাদ, চিঠিপত্র, ঠিকানা ইত্যাদি দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

শেষের দিকে নলিনীদা আর নিজ হাতে লিখতে পারতেন না। তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন, তাঁর মেয়েরা বা অন্য কেউ তাঁর হয়ে লিখে দিতেন। মাস দেড়েক আগে পণ্ডিচেরি রোগ-শয্যা থেকে পাঠানো নলিনীদার শেষ চিঠি পাই। দীর্ঘ পত্র। হাতের লেখা বোধহয় মেয়ে বকুলের, নীচে নলিনীদার কম্পিত স্বাক্ষর। আমার প্রকাশিতব্য 'মুর্শিদাবাদ জেলার গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস' বইয়ের ভূমিকা নলিনীদা লিখে পাঠিয়েছেন। নলিনীদার সেই শেষ স্নেহের দান মাথায় তুলে রেখেছি।

নজরুল জয়ন্তী

ধুলিয়ান : গত ২৮ মে উদয়ন ক্লাবে নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে এক বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নজরুল প্রেমী ও সাংবাদিক আবদুস সামাদ কবি নজরুলের জীবনাদর্শ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী বিজয়ী ও বিজিতদের পুরস্কৃত করা হয়।

—•—

উৎসব-অনুষ্ঠানে
রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ

বিশেষ সংবাদদাতা : ভারতীয় গণনাট্য সংঘ জঙ্গিপুর শাখার উদ্যোগে গত ২৪ মে সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ পুরোনো হাসপাতাল প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। দুটি পর্বই গানে-কবিতায় মনোজ্ঞ হয়ে উঠে। বিশ্বশান্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-নজরুলের ভূমিকা নিয়ে দুটি বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে মানিক চট্টোপাধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ শহরে রবীন্দ্রভবন নির্মাণে সরকারী আমলাদের শৈথিল্যের সমালোচনা করে রবীন্দ্রভবন নির্মাণ ত্বরান্বিত করার জন্য সর্বস্তরের সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন শিল্পীদের কাছে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জানান এবং এই মর্মে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাবও গৃহীত হয়। প্রকাশ, অনুষ্ঠান শেষে পশ্চিমবঙ্গ তথ্য দপ্তরের সৌজন্যে 'অপসংস্কৃতি' গণনাট্য ও 'সুকান্ত' শীর্ষক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ২৬ মে রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতাল সংলগ্ন নূতন পল্লীতে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব' পালিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি শিশুদের ছড়ায়, মহিলাদের গানে ও কবিতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। অনুষ্ঠানটির দ্বিতীয় পর্ব 'ঐ মহামানব আসে'—নৃত্য ও সঙ্গীত সহযোগে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

'বিংশতি' দেওয়াল পত্রিকার পরিচালনায় ১১ জ্যৈষ্ঠ রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও তাৎক্ষনিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই সুন্দর অনুষ্ঠান সকলের কাছেই বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

স্কুল নির্ব্বাচনে 'ই'র জয়

ধুলিয়ান : সম্প্রতি কাঞ্চনতলা হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে কংগ্রেস (ই), বি জে পি, সি পি এম, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস ইউ সির মোট ১৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু সকলকে পরাজিত করে কংগ্রেস (ই)র ৪ জন প্রার্থীই জয়লাভ করেছেন বলে জানা গেছে।

—•—

ব্যাঙ্কের অসহযোগিতায়
আই আর ডি পি বন্ধ

ধুলিয়ান— ১৯৮৩-৮৪ সালের আর্থিক বছরে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্ম্মসূচীতে (আই আর ডি পি) সমসেরগঞ্জ থানার কোন লোক সরকারী বা ব্যাঙ্ক ঋণ কিছুই পাননি। এর জন্য এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কুটীর শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ গ্রাম পঞ্চায়েত বরাবর আবেদন করেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। অভিযোগ, স্থানীয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও ইউ কো ব্যাঙ্কের অসহযোগিতার জন্যই এমনটি ঘটেছে।

—•—

প্রশাসন নপুংসক, শ্রমিকেরা বেপরোয়া

প্রথম পাতার পর

দুলালবাবু বলেন, শ্রমিকদের আচরণ আজ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। জেলা প্রশাসনকে সবকিছু জানালেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সহ সম্পাদক দেবীরতনবাবু জানান, প্রত্যেক বাস কর্মচারীর 'ব্যাচ' থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখা গেছে বহু কর্মীর ব্যাচ নেই। ড্রাইভারদের 'হেভী' লাইসেন্সও নেই। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাই আমরা আতঙ্কিত। সবকিছুই করছে ইউনিয়ন। জঙ্গিপুরের ওয়ার্কাস ইউনিয়নগুলিও এর মধ্যে রয়েছে। এর বিরুদ্ধে বাস মালিকরা গ্রামে গঞ্জে ব্যাপক প্রচারে নেমেছেন। তারা ডি এমের কাছে ১১ দফা দাবী আদায়ের জন্য দাবীপত্রও পেশ করেছেন। ওই দাবীগুলির মধ্যে আছে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মেনে চলা, ষ্টাফ কনডাকট রুল মানতে বাধ্য করা ইত্যাদি। দুলাল ঘটক জানান, দাবী আদায়ের জন্য প্রথমে গণ অবস্থান, কনভেনশন করা হবে। ১২ জুন থেকে শুরু হবে জোন ভিত্তিক ধর্মঘট। এবং শেষে দাবী আদায়ের প্রয়োজনে ২৪ জুন থেকে সমস্ত রুটের বাস বন্ধ করে দেওয়া হবে। শ্রীঘটকের হিসেবে বাস ব্যবস্থা আজ সংকটজনক। গত ৩ বছরে ৩—৪টি রুটে নতুন বাস বেড়েছে। অন্যদিকে লাকসারী বাস বৃদ্ধি পেয়েছে ১১টি। ৫—৬টি রুটের বাস পরিবর্তিত হয়েছে লাকসারীতে। এই পরিস্থিতির জন্য ফেডারেশন পুরোপুরি প্রশাসনের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন।

——

রবীন্দ্রভবন আজও অসম্পূর্ণ

(প্রথম পৃষ্ঠার জের)

জনৈক সরকারী মুখপাত্র জানান পূর্তদপ্তরের অধীনে নির্মাণ কাজটি চলছিল একটি ঠিকাদার সংস্থাও ঠিকমত মালপত্র না দেওয়ার ফলে ভবনটি নির্মাণে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। এনিয়ে শেষ মিটিং হয়েছে ১৪ মার্চ্চ। রবীন্দ্র ভবনটি সম্পূর্ণ হতে এখনও যে সমস্ত কাজকর্ম বাকী তারমধ্যে রয়েছে দরজা, সিঁড়ি, মেঝে, ল্যাট্রিন, চেয়ার, বিদ্যুৎ প্লাষ্টার, রং ইত্যাদি, হাতে অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র ১০ হাজার টাকা, বর্তমান যা অবস্থা তাতে নতুন ভাবে টাকা না পেলে রবীন্দ্রভবনের কোনো কাজই আর হতে পারবে না। আর টাকা পয়সা পেলেও যেভাবে শম্বুক গতিতে কাজ চলছে তাতে ভবনটি সম্পূর্ণ হতে আরো ৩-৪ বছরের ধাক্কা। নির্মাণ কাজের শ্লথগতির জন্য বহু টাকা সিমেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে বলে একটি বিশেষ সূত্র থেকে আমাদের কাছে খবর এসেছে। অবশ্য রবীন্দ্র ভবন কমিটির সম্পাদক রাজেনবাবু এ খবর অস্বীকার করেছেন।

এদিকে স্থানীয় সংস্কৃতিবান মানুষেরা চান অবিলম্বে রবীন্দ্র ভবটি সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হোক। রবীন্দ্র ভবন কমিটিও তাই অসম্পূর্ণ দশাতেই ভবনটি আপাততঃ চালু করে দিতে চাইছেন। এর জন্য নির্মাণ ফাণ্ডে অবিলম্বে ১০ হাজার টাকা দিয়ে টুকি টাকি কাজগুলি শেষ করার চেষ্টা হচ্ছে বলে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

——

কয়লার ওয়াগন লুঠ

(প্রথম পৃষ্ঠার জের)

কয়লা ওয়াগন বোঝাই মালগাড়িটি সাগরদীঘি ষ্টেশনের দু'নম্বর প্লাটফরমে নামার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় লুঠতরাজ দু'জন সশস্ত্র রেল পুলিশ, গার্ড, চালক এবং কর্তব্যরত ষ্টেশন মাষ্টারের চোখের সামনে প্রকাশ্যে লুঠতরাজ হতে থাকলে বাধা দিতে কেউ এগিয়ে যাননি। খবর পেয়ে সাগরদীঘি থানার একজন পুলিশ কর্মচারী এসে রুখে দাঁড়ালে লুঠতরাজ বন্ধ হয়। প্রায় এক লরি কয়লা থানায় আটক করা হয়। বাকি কয়লার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রকাশ্যে এ ধরণের লুঠতরাজ এবং কর্তব্যরত রেলপুলিশ তথা ষ্টেশন মাষ্টারের নিষ্ক্রিয়তায় জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

ইসলামপুরে অশান্তি

(প্রথম পৃষ্ঠার জের)

নির্দ্দেশ অমান্য করে মসজিদ নির্ম্মাণ করার সময় সশস্ত্র জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতেই পুলিশ এই গুলি চালায়। জেলা শাসক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য এবং পুলিপ সুপার দুলাল বিশ্বাসের নির্দ্দেশেই গুলি চালানো হয়। পুলিশী সূত্রে জানা যায়, এই ঘটনায় পুলিশ ১৫ রাউণ্ড গুলি চালিয়েছে। পুলিশের এক সি, আই, সমেত আহত হয়েছেন বহু ব্যক্তি। নিহত ৩ ব্যক্তি হলেন মন্টু সেখ, সাইদ আহম্মেদ এবং আতাহার সেখ। ওই এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বি, এস এফ ও ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছে প্রায় ৪০ ব্যক্তি। সি, পি, এমের পক্ষ থেকে সম্পাদক মধু বাগ এই ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এর পিছনে কংগ্রেসীদের মদতকে শ্রীবাগ তীব্র ভাষায় নিন্দে করেছেন।

দুর্গাপুর সিমেণ্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেণ্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম এল. মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস সাহেববাজার জঙ্গিপুর

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সংঘর্ষে হত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি সুতী থানার মহাতাবপুর গ্রামে দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে দু ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এদের একজন ঘটাস্থলে অন্যজন বহরমপুর হাসপাতালে মারা যান। ঘটনাস্থলে নিহত ব্যক্তির নাম মহঃ মুসা। অন্য ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। খবরটি পুলিশী সুত্রের।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।